!! যুগল মিলন !!

(লেখক—শ্রীকুমার পাঠক
লতিকা সাহিত্য মন্দির
(বিরস বাংলার সরস কথা)

গদী কারও একার নয়

গদী গদী করিস মিছেই গদী কারো একার নয়
এই যে এমন রাজার গদী করো একার হ'ত যদি
তবে কেন ভোটের নদী সাঁতরে পাড়ে উঠতে হয়,
গদী গদী করিস মিছেই গদী কারো একার নয়।
থাকলে টাকা ভাগ্যের চাকা-ঘুরবে মহাশয়
ধণতন্ত্রে ধনহীনদের জন্যে গদী নয়
টাকা যদি নাও থাকে-দল বানিয়ে বাগাও তাকে
তবেই যদি ভাগ্যে তোমার একটি আসন হয়
গদী গদী করছ মিছেই গদী কারো একার নয়।
যারা বিনা ভোটে মজা লোটে ব্যাংকে তাদের অনেক টাকা
টাকায় টাকায়—তাদের চাকায় চলছে সবই এ দেশ ময়
তারা খাটায়—তোরা খাটিস, কালি ঝুলি তোরাই ঘাটিস
নিজের মাথা নিজেই ফাটাস অভাবেতেই মৃত্যু হয়,
গদী গদী করছ মিছেই গদী কারো একার নয়।

মূল্য—দশ পয়সা মাত্র

মালা বদলের পালা

১ম—দৃশ্য

স্থান—রাজ প্রাসাদ। রাজা চন্দ্র ঘোষ পায়চারী করতে করতে।

চন্দ্র—জানিনা আর কতদিন তার জন্য আমায় অপেক্ষা করতে হবে! যার মোহে পরে নভেম্বরের অভিশপ্ত রাত্রির অন্ধকারে সমস্ত ভ্রাতৃকুলকে বিতারিত করে মসনদ দখল করলাম। যার জন্য হাজার হাজার মানুষকে কারাগারে পাঠিয়ে সমাজে দুর্নামের বোঝা মাথায় নিয়ে নিঃসঙ্গ হ'লাম—কই সে তো আমায় আজও ধরা দিল না।

(নেপথ্যে গান শোনা গেল)

কোয়ালিশন এল জীবনে
তাই তারে কাছে ডাকিরে ডাকিরে ডাকিরে
কোয়ালিশন এল জীবনে।

চন্দ্র—কে! কে! এমন ভাবে আমার মনের কথা দিয়ে গান গাইছে।

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা—দাদা! দাদা! তোমার চিঠি।

চন্দ্র—কই দেখি দেখি! (পত্র পাঠ করে) এতদিন পর আমার স্বপ্ন স্বার্থক হ'তে চলেছে। বাহাদুর নগরে আমার মিলনের "পাটীপত্র" রচনা হয়ে গেছে। ওই ওই আমি দেখতে পাচ্ছি মন্দিরার আনন্দ, যোমরাজের হাসি, আর সোরাবজী দেশলাইয়ের উল্লাস! গঙ্গা! ওই গানটী আর একবার গাও আমি শুনি। (গঙ্গার গীত)

কোয়ালিশন এল জীবনে
তাই আনন্দে নাচিরে নাচিরে নাচিরে
কোয়ালিশন এল জীবনে।

(নেপথ্যে ম্যাঁও ! ম্যাঁও ! শব্দ)

চন্দ্র—চুপ্-চুপ্ কর গঙ্গা, সর্ব্বনাশ ! কে যেন মাও, মাও করছে।

গঙ্গা—তাইত দাদা, তবে কি বাম্ ভূতের দল বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে ?

চন্দ্র—উঃ ! কি সাংঘাতিক ! স্বদেশী হয়েও এই বিদেশী ডাক ওরা আজও ছাড়লো না। মনে হচ্ছে সিঁড়ী বেয়ে উপরে উঠে আসছে সব। জেল, ফাঁসী, দ্বীপান্তর ! না-না-না কৌতল করবো সব কটাকে। প্রহরী ! প্রহরী !

(কয়েক জন দেহ রক্ষীর প্রবেশ)

চন্দ্র—(সিঁড়ীর দিকটা দেখিয়ে আদেশ দিলেন) ফায়ার !

(নেপথ্যে গুলির শব্দ দুম্-দুম্-দুম্-দুম্) কিছু পরে একটি রক্তাক্ত বিড়াল হাতে প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী—মহারাজ ! সিঁড়ীর রেলিংয়ের উপর বসে এই বিড়ালটাই এতক্ষণ ম্যাঁও, ম্যাও করছিল।

চন্দ্র—অবিলম্বে ওর শুশ্রুষা কর। (প্রহরীর প্রস্থান) দুঃস্বপ্নে ঘোর আমার আজও কাটেনি গঙ্গা। আমি জানি যাদের আমি মসনদ থেকে বিতাড়িত করেছি তারা আমায় সহজে ছেড়ে দেবে না। ওই সব গুণ্ডার দলের সর্দাররা আবার তৃতীয় পর্য্যায়ের আন্দোলন সুরু করবে বলছে। তার পূর্বেই মালা বদলের পালা শেষ করতে হবে। একদিন যাকে তালাক দিয়ে ছিলাম আজ তাকেই হৃদয়ে ধারণ করতে হচ্ছে। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস।

(প্রস্থান)

য ব নি কা

২য়—দৃশ্য

স্থান—কংস ভবন। নগেন্দ্রনাথ, উৎফুল্ল, প্রতুল্য, শৈলেন, বিভা, করই
জয় সিং প্রভৃতি।

নগেন্দ্র—ভক্তবৃন্দ! চেয়ে দেখুন আকাশ মেঘমুক্ত! আর কয়েক দি বাদেই গাঁট ছড়া বেঁধে সুখে রাজ কার্য্য চালাতে পারব। এবার আপনারা প্রফুল্ল মনে চন্দন ঘোষে ফোটা কাটতে পারেন। আর নির্ভয়ে সনাতন ধর্মের প্রচার এবং প্রসার ঘটিয়ে এরে শক্তিশালী করতে পারেন।

শৈলেন—গদীর জন্য আর কত দিন তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা করতে হবে প্রভু?

নগেন্দ্র—মনের মিল ত হয়েই আছে এবার গাঁটছড়া বাধলেই হয়।

শৈলেন—কিন্তু গদীতে না বসা পর্য্যন্ত আমাদের সকলেরই মন যেন হয় খুব চঞ্চল।

নগেন্দ্র—গদী গদী করে আপনারা খুবই চঞ্চল হ'য়ে পরেছেন, কি বছরের গদীর মোহ আপনাদের এখনও কাটে নি দীর্ঘ ন' মাস আপনারা গদীচ্যুত ছিলেন, আর ক'টা দিন ধৈর্য্য ধরতে পারছেন না?

শৈলেন—কি করে পারব বলুন, ওই দেখুন বড় বাজারের সুন্দরলাল গাঁট কাটা ভাই চিমন লাল ঢনঢনিয়ার শুকনো পাণ্ডুর মুখের প্রতিচ্ছবি চেয়ে দেখুন জোতদার বংশীবদন হুদাতীর মুক্তির প্রার্থনা, আর ওই দেখুন গণ্য মান্য বরেণ্য শেঠিয়া পুঁজির লোপাট রাম গনেশলাল ঝাড়িয়ার আকুল আকুতি।

নগেন্দ্র—সবই বুঝতে পারছি, আর কয়েক দিনের মধ্যেই মালা বদলের কাজ সমাপ্ত হবে। তার পূর্বে আসুন আমরা প্রভুর লীলা প্রসঙ্গ পাঠ করি। সকলে মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

(লীলা প্রসঙ্গ পাঠ)

লীলা প্রসঙ্গ

শুন শুন সর্বলোক শোনো সবে আজ
ঝাড়গ্রামে অবতীর্ণ হলেন মহারাজ।
সর্ব্বদল সমন্বয়ে সরকার গঠনে
তাহাতেও ছিলেন তিনি মন্ত্রীর আসনে।
সেই দলে ডান বাম ছিল দল যত
সাধারণের স্বার্থ তারা দেখিত নিয়ত।
দিকে দিকে গণ কমিটী হইল তৈয়ার
ভীত ও সন্ত্রস্ত হ'ল যত জোতদার।
ঘেরাও চলিল কত কলে কারখানায়
মালিকেরা সবে মিলে করে হায় হায়।
গণতন্ত্র ধ্বংস হ'ল, বলে-করে চিৎকার
কে আছে কাণ্ডারী! মোদের কর গো উদ্ধার
এই দেখে মহারাজ প্রমাদ গনিল
সতের জন সঙ্গে নিয়ে দল ত্যাগ করিল।
ইহা দেখি ধর্ম্মরাজ তারে কোল দিল
রাতারাতি এ দেশের মসনদে বসাইল।
শেঠিয়া একচেটীয়া যারা করিল বরণ
ধন্য ধন্য করে জোতদার মজুতদারগণ।
শিল্পপতি পুঁজিপতি ধন্য ধন্য করে
দিল্লী থেকে নেতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি অহিংস নৃপতি
প্রসন্ন থাকিও প্রভু আমাদের প্রতি।

চাল গম কেন্দ্র থেকে যত খুশী নিও
যত পারো জনতাকে পথে গ্যাস নিও।
একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী অহিংস পূজারী
ডান বাম উগ্র নাশি হয়েছ কাণ্ডারী।
সপ্তদশ অস্ত্রে তুমি বলীয়ান হ'লে
চতুর্দ্দশ পাণ্ডুপুত্রে ভাসালে সলিলে।
একুশে নভেম্বরে তুমি উনিশ শো সাতষট্টি সালে,
এ ভারতে আর এক মহাভারত রচনা করিলে।
বিরোধীরা বাধা যত দেয় বারে বারে
অপার বিক্রমে সবে দিলে কারাগারে।
তোমার মহিমা বল কত আর কব
যা করিবে তাই মোরা মাথা পেতে লব।
এ লীলা প্রসঙ্গ যে বা নিত্য পাঠ করে
প্রফুল্ল মনে রহিবে সে জগৎ মাঝারে।

(পাঠ শেষে সকলের প্রণাম)

(এমন সময় নেপথ্যে প্রহরীর কণ্ঠ শোনা গেল)

প্রহরী—ডান-বাম-উগ্র-বিনাশকারী-অহিংস-পূজারী-সংখ্যা-লঘু-দলপতি-রাজাধিরাজ সরকার-সাহেব অব বঙ্গ-বাহাদুর হাজির——

নগেন্দ্র—ওই ! ওই ! মহারাজ এসে গেছেন, (চন্দ্র ঘোষ রাজার প্রবেশ) আসুন ; আসুন ; আসন গ্রহণ করুন।

চন্দ্র— শুভ সংবাদ পেয়েই আমি আপনাদের কাছে ছুটে এসেছি। আপনারা জানেন যে আপনাদের আশ্বাস বাণী পেয়েই আমি

সকলকে ত্যাগ করে মসনদে বসেছি। এবার মালা-বদলের কাজটা সেরে ফেললে আমি নিশ্চিন্ত।

নগেন্দ্র—নিশ্চয়, নিশ্চয়, প্রস্তাব যখন পাকা হয়ে গেছে তখন বিলম্ব নিষ্প্রয়োজন। কথায় বলে শুভস্য শিঘ্রম্। ওই দেখুন না শেঠ চাবল রাম কাঙ্কারিয়া ; গনেশ লাল চাটাই দাস, আর গদাধর গড়গড়ি এরা খাওয়া দাওয়া সব ভার নিয়েছে। ওই যে বাদ্যকারও এসে গেছে। বাজাও ভাই শানাই বাজাও।

(শানাই বাঁশী বেজে উঠবে—কিছুক্ষণ বাজতে থাকবে)

চন্দ্র— আচ্ছা ব্যবস্থা পাকা করুণ, আমি সাগরে পূণ্য স্নানটা সেরে আসি।

(প্রস্থান)

(সাগর স্নানের মন্ত্র পাঠ)

সর্ব বিপদ ভঞ্জনম্ সপ্তদশ হিতায়চ
যুক্তফ্রণ্ট দলে সদা পশ্চাদ্ধাবিত মম
অত্যাচারে অনাচারে-আইন অমান্যে সদা
টি আর গ্যাসস্য লাঠ্যৌষধি আদেশাৎ প্রহরীকুলে।
জোতদার-মজুতদারোবা পুঁজিপতি সমর্থনে
চতুর্দশ দলে ভক্ষাৎ নিমেষে এক গণ্ডষে
ধর্ম্মরাজ সহায়তায়-জনগণ হিতায় চ
গণতন্ত্র রক্ষা হেতু মসনদে উপবেশনম্।
আশীর্বাদ ময়াদেব প্রণয়ে কোয়ালিশনে
লালাটে লিখিতং ধাতা কহ দেব কিম্ করিস্যতি ?
কাম্রাজশ্চ্যবণন্দিরা মোর আজি সদা সন্তোষম্
আন্দোলন দমনে সদা শক্তিদান করো হরি !

— য ব নি কা —

—* ভি-আই-পি *—

আমি দেশ বরেণ্য অগ্রগণ্য
দেশবাসী করে ধন্য ধন্য
জীবন দিয়েছি দেশের জন্য
তাইত পেয়েছি গদী

সশস্ত্র ফৌজ সামনে পেছনে
নিরাপত্তা আমি রেখেছি জীবনে
কি জানি বিপদ আছে কোনখানে
মৃত্যু সে আসে যদি।

আমি ভি, আই, পি বাংলা দেশের
আমার আবার ভয়টা কিসের ?
আমিই সর্ব্বে-সর্ব্বা দেশের
আমার উপরে নাই

গণতন্ত্রের আমি ধ্বজাধারী
রক্ষা করতে সব কিছু পারি
সরকারী ঋণ আর টেণ্ডারী
কার বল কত চাই।

যে দিন থেকে পেয়েছি এ আসন
হাজার হাজার ছেড়েছি ভাষণ
সারা দেশটাকে করছি শাসন
সুনিপুন কৌশলে

গাড়ী করে আসি গাড়ি করে যাই
হেথায় হোথায় ভাল ভাল খাই
আমার মতন সুখী কেহ নাই
শুনি লোকে তাই বলে।

শ্রীরণজিৎ পাঠক কর্ত্তৃক ১নং গড়ফা মেইন রোড কলিঃ-৩২ হইতে
প্রকাশি ও তৎকর্ত্তৃক ৫১, অখিল মিস্ত্রী লেন, বাসু প্রিণ্টার্স হইতে মুদ্রিত।